গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
www.bfsa.gov.bd

বিষয় : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ২য় সভার কর্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষ (কক্ষ নং- ১৩২০)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট জনাব নূর-ই-খাজা আলামীন, উপসচিবকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় আলোচনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভাপতির নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি এবং শুদ্ধাচার সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট জনাব নূর-ই-খাজা আলামীন আলোচনা উপস্থাপন করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি: তারিখের ১৪১ নং স্মারকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের সময়সীমা নির্ধারণ করা ছিল। উল্লেখিত পত্রে স্ব স্ব কার্যালয় নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করে আগামী ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে কর্ম-কৌশল পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যৌক্তিক কারণে সংশোধন করা হয়েছে। এ বিষয়ে নৈতিকতা কমিটির সকলের মতামত চাওয়া হয়। নৈতিকতা কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্মসম্পাদন সূচক গুলির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	নৈতিকতা কমিটি
২.	নৈতিকতা কমিটি পুনর্গঠন।	সদস্য সচিব বলেন ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত একাধিক কর্মকর্তা বদলিজনিত কারণে অন্যত্র চলে যাওয়ায় নৈতিকতা কমিটির পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।	নৈতিকতা কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব, বিএফএসএ
৩.	নৈতিকতা কমিটির	সদস্য সচিব বলেন কর্মসম্পদন ১.২ কার্যক্রমে নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যুক্তিযুক্ত	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

	সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।	লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ধরা হয়েছে যা অর্জন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। বর্তমান করোনাকালীন সময়ে নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা ৭০% ধরার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৪.	সুশাসন প্রতিষ্ঠান নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা।	সভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা ১০ টি আয়োজন করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভার সিদ্ধান্ত ১০০% বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে মর্মে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ কমিয়ে আনার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা ১০ থেকে কমিয়ে ৮ টি সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ১০০% থেকে ৭০% এ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট
৫.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২.৩ কার্যক্রমে ‘‘কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন’’ এ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬০ জন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরও অধিক পরিমাণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা রয়েছে মর্মে আলোচনা করা হয়।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ জন থেকে ৭৫ জনে উন্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব, বিএফএসএ
৬.	কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন।	২.৪ কার্যক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুশাসনের বিষয়ে ৬০ জনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল । কিন্তু আলোচনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আরও অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা আছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ জন থেকে ৭৫ জনে উন্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট
৭.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ।	কার্যক্রম ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, ৪.৫ এ যথাক্রমে সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমান করণ, স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার সেবাবক্স হালনাগাদকরণের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতি মহোদয় সেবাবক্স হালনাগাদকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে ৩১-১২-২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে সেবাবক্সগুলি হালনাগাদ করে তাকে অবগত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	৩১-১২-২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে সেবাবক্সগুলো হালনাগাদ করে ফোকাল পয়েন্টকে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সহকারী পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
৮.	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন।	৫.১ কার্যক্রমে উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে ৩০-০৯-২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল । সভাপতি এ বিষয়ে সভার সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করে মতামত দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার চর্চার তালিকা নিয়ে আলোচনা শেষে সভাপতি একটি দাপ্তরিক উত্তম চর্চা অনুশীলন ও একটি করোনাকালীন উত্তম চর্চার তালিকা তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করেন।	উত্তম চর্চার তালিকা হিসেবে – ১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়সহ সকল জেলা কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা। ২) নো মাস্ক নো সার্ভিস অফিসে অনুসরণ করা। ৩) জীবানুনাশক সু-ট্রে ব্যবহার	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

			করা। ৪) কাগজের ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া ইত্যাদি থেকে যেকোনো দুইটি গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৯.	অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।	অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ নিয়ে সভায় আলোচনাকালে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বর্তমানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিসে GRS সফটওয়্যার চালু না থাকার বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি বলেন যে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে এবং আগামীতে অতি দ্রুত কার্যালয়ের অফিসে সফটওয়্যার সিস্টেম চালু সাপেক্ষে অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তাকে অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা ১০০% থেকে ৫০% নির্ধারণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতি দ্রুত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিসে GRS সফটওয়্যার চালু করার এবং অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা ১০০% থেকে কমিয়ে ৫০% এ আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
১০.	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট বলেন, ক্রয় ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কার্যক্রমের আওতায় ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন সূচকে প্রথম প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১০০% যা অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে ই জি পি কার্য পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত কেউ প্রশিক্ষণ নেয়নি বিধায় ই জি পি এর বিষয়গুলো সকলের কাছে অস্পষ্ট রয়েছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য CPTU তে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হবে।	ই-টেন্ডারের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য CPTU এর সাথে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
১১.	স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সভাপতি স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ৩১-১২-২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে বাইরে বোর্ড এ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিবকে অনুরোধক্রমে নির্দেশ প্রদান করেন। ইতোমধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান মর্মে সচিব সভাকে অবহিত করেন।	৩১-১২-২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন পূর্বক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব, বিএফএসএ
১২.	শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন।	সভাপতি শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে সকল শাখার কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ করেন।	সকল কর্মকর্তা কর্তৃক নিজ শাখা ও অধস্তন শাখা পরিদর্শন করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	বিএফএসএ'র সকল শাখা প্রধান কর্মকর্তা

১৩.	শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ফোকাল পয়েন্ট বলেন যে, ইতোমধ্যে সকল শাখায় পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% থেকে ৮০% এ আনয়ন করা যেতে পারে।	শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% থেকে কমিয়ে ৮০% এ আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	চেয়ারম্যান, বিএফএসএ
১৪.	শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	সভাপতি শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্ট করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, আগুনে পুড়িয়ে নথি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে বিনষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য পেপার কাটার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে। তিনি পরিচালক প্রশাসনকে পেপার কাটার মেশিন ক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করেন।	শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে পেপার কাটার মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
১৫.	পানি ও জ্বালানীর (তেল /গ্যাস) সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	সভাপতি তেল/গ্যাস সাশ্রয়ের বিষয়ে আলোচনায় বলেন যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের টি ও এন্ড ই ভুক্ত গাড়ি গুলো পূর্বের থেকে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তথাপি সঠিক ভ্রমণসূচি ও সিডিউল অনুসরণ করে জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) খরচের পরিমাণ কমিয়ে আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৫% পর্যন্ত জ্বালানী (তেল/গ্যাস) সাশ্রয় করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।	পানি ও জ্বালানী (তেল/গ্যাস) ৫% সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
১৬.	আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান।	আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ অতি সম্প্রতি চালু হয়েছে । আগামী বছর থেকে জেলা কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় আনয়ন করা যেতে পারে।	আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের চিঠি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব, বিএফএসএ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আজকের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন যে কাজ করণীয় তা সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৩/১২/২০২০

(মো: আব্দুল কাইউম সরকার)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

নম্বর : ১৩.০২.০০০০.৫০১.০৫.০০৫.২০ –৭০ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

বিতরণ:

০১। জনাব রেজাউল করিম, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০২। জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৩। জনাব প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৪। জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৫। জনাব আবু সাঈদ মো: নোমান, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৬ মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৭। জনাব আবু শহীদ সালেহ মোহাম্মদ জুবেরী, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৮। ড. সহদেব চন্দ্র সাহা, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
০৯। জনাব আবদুর রহমান, উপসচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত।
১০। সহকারী পরিচালক, (প্রশাসন), (ওয়েবসাইট এ আপলোড এর জন্য)

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [দৃ.আ. যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংসদ)]
২। পিএস টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩১.১২.২০২০

(নূর-ই-খাজা আলামীন)
উপসচিব